...আত্মহত্যা তাই নৈতিক অপরাধ।

৭.৫. আত্মহত্যার বিপক্ষে ও সপক্ষে যুক্তি (Arguments against and in favour of suicide)

আত্মহত্যা-বিরোধী অভিমত সপক্ষীয় অভিমত অপেক্ষা বেশি জোরালো। এজন্য আত্মহত্যা বিরোধী অভিমতগুলিকে প্রথমে উল্লেখ করা গেল।

আত্মহত্যা-বিরোধী যুক্তি ও অভিমত (Arguments against suicide)

(১) জীবন-ভিত্তিক যুক্তি (Biological argument)

উদ্ভিদ-জগৎ ও জীব-জগৎকে নিবিষ্টভাবে লক্ষ করলে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, প্রাণ তার স্বভাবধর্মে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হতে চায়, দীর্ঘদিন ধরে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। অর্থাৎ স্বভাবধর্মে প্রাণ তার দীর্ঘায়ু কামনা করে—কখনো নিশ্চেতনায়, কখনো অন্ধ-প্রবৃত্তির তাড়নায়, আবার কখনো সচেতনায়। দীর্ঘায়ুর জন্য বৃক্ষাদি উদ্ভিদ সূর্যালোকের দিকে পত্রপুষ্প প্রসারিত ক'রে বেঁচে থাকার উপকরণ সংগ্রহ করে, মৃত্তিকাগর্ভে মূলকে প্রবিষ্ট করে খাদ্য-রস সংগ্রহ করে। বেঁচে থাকার জন্য জীবজগতে আছে অদম্য প্রচেষ্টা, ডারউইন (Darwin) যাকে বলেছেন 'জীবন-সংগ্রাম' বা 'বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম' (struggle for existence), স্পেন্সার (Herbert Spencer) যাকে বলেছেন 'জীবনযুদ্ধে টিকে থেকে জীবনকে দীর্ঘায়িত করা।' মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনে এই সংগ্রাম অন্ধ-প্রবৃত্তির তাড়না প্রসূত, সচেতন সংগ্রাম নয়। মানুষ সচেতনভাবে তার জীবনকে রক্ষা করতে চায়, দীর্ঘায়ু কামনা করে। প্রাণের স্বভাবধর্ম অনুসারে জীবন সবার কাছেই পরম প্রিয়। মানুষের কাছেও তার জীবন পরম প্রিয়, স্বভাবধর্ম অনুসারে যাকে সে অবহেলায় হারাতে চায় না। এমন পরম-প্রিয় বিষয়কে বিনষ্ট করা অর্থাৎ **আত্মহত্যা 'প্রাণের স্বভাবধর্মকে' (বেঁচে থাকার বাসনাকে) অবহেলা করে।** এজন্য এই বিনষ্টি অর্থাৎ আত্মহত্যা অন্যায়, অপরাধ।

যুক্তিটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও ব্যতিক্রমকে অস্বীকার করা যায় না। জীবনধারণ প্রাণীর স্বাভাবিক প্রবণতা হলেও জীবন যখন অবিমিশ্র যন্ত্রণা ও দুঃখদায়ক হয়, তখন সেই একান্ত বিপর্যস্ত ব্যক্তির আত্মহননকে অসংকোচে অন্যায় বা অপরাধরূপে গণ্য করা চলে না।

Scanned by CamScanner

(২) সমাজ-ভিত্তিক যুক্তি (Sociological argument)

সমাজবদ্ধ প্রত্যেক মানুষের তার সমাজের কাছে কিছু দায়বদ্ধতা থাকে—সমাজকল্যাণের দায়বদ্ধতা, সমাজে নিজ স্থান ও পেশা অনুসারে দায়বদ্ধতা। শিক্ষা মানুষ সন্তান পালনের, শিক্ষকের শিক্ষা বিতরণের, চিকিৎসকের রোগ-নিরাময়ের—এভাবে সমাজের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্থান ও পেশা অনুসারে সমাজ সেবার দায়বদ্ধতা। সমাজস্থ মানুষ তার সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন না করলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়, সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। আত্মহত্যা করে সমাজসেবাকে উপেক্ষা করা তাই সামাজিক দিক থেকে অন্যায়, সামাজিক অপরাধ। কোন গবেষক আত্মহত্যা করলে সমাজ তার গবেষণা-গ্রন্থ থেকে, গবেষণালব্ধ আবিষ্কার থেকে বঞ্চিত হয় ; কোন গায়ক আত্মহত্যা করলে সঙ্গীত পিপাসু মানুষ সঙ্গীত শ্রবণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় ; কোন চিকিৎসক আত্মহত্যা করলে সমাজ তাঁর সেবামূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজকে বঞ্চনা করা অপরাধ। আত্মহত্যা তাই সামাজিক অপরাধ। দুরখেইম সমাজকল্যাণের দিক থেকে আত্মহত্যাকে অন্যায় ও অপরাধ বলেছেন।

(৩) ধর্ম-ভিত্তিক যুক্তি (Religious argument)

আত্মহত্যার বিরুদ্ধে সাধারণত এই যুক্তিটিকেই (ধর্মীয় যুক্তিটিকে) উল্লেখ করে বলা হয়, 'আত্মহত্যা মহাপাপ'। অতি প্রাচীনকাল থেকেই আত্মহত্যাকে অধর্মীয়রূপে গণ্য করা হয়। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস অনুসারে, জীব-অধ্যুসিত এই জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং মানুষের (তথা অন্যান্য জীবের) প্রাণ ঈশ্বরেরই দান। আমার জীবনকে আমার খেয়ালখুশী মতো হত্যা করার কোন অধিকার আমার থাকতে পারে না, কেননা তা একান্তভাবে আমার সম্পদ নয়, তা হল ঈশ্বরের দান। ঈশ্বরের নির্দেশ মতোই কখনো সুখভোগ করে আবার কখনো দুঃখভোগ করে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারেই একদিন আমার সুখের মধ্য দিয়ে অথবা দুঃখের মধ্য দিয়ে মৃত্যু ঘটবে। জগতে যা কিছু ঘটে এবং যেমন ভাবে ঘটে তা ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে—জড়জগতের মতো মানুষের জীবনেও সব কিছু ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারেই ঘটে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসরণ করেই মানুষকে জীবনধারণ করতে হবে, আবার মৃত্যু বরণ করতে হবে। আত্মহত্যায় ঈশ্বরের ঐ অভিপ্রায় অমান্য করা হয় বলে তা ধর্মীয় দিক থেকে পাপ, মহাপাপ। সেন্ট অগাস্টিন (St. Augustine), টমাস একুইনাস্ (Tomas Acquinus) প্রভৃতি দার্শনিকগণ একইভাবে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যাকে অপরাধ বলেছেন।

আত্মহত্যা প্রসঙ্গে সক্রেটিসও অনুরূপ ধর্মীয় যুক্তির অবতারণা করে মানুষকে ঈশ্বরের 'অস্থাবর সম্পত্তি'রূপে গণ্য করেছেন। অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হলে মানুষ যেমন ক্ষতি হয়, ঈশ্বরে অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হলে অর্থাৎ মানুষ আত্মহত্যা করলে ঈশ্বরও তেমনি ক্ষতি হন। ঈশ্বর-নির্ধারিত দিনের পূর্বে আত্মহত্যা তাই মানুষের পাপ, ধর্মীয় অপরাধ। দার্শনিক প্লেটোও (Plato) একই যুক্তিতে আত্মহত্যাকে অপরাধ বলেছেন।

(৪) নীতি-ভিত্তিক যুক্তি (Moral argument)

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় এই যুক্তিটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজের পটভূমিকায় আমাদের যে সব ক্রিয়াকর্ম অন্যকে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করে, তাদের নৈতিকবিচার অর্থাৎ ভাল-মন্দ বিচার হয়। সমাজে বসবাস করে আমার কোন

Scanned by CamScanner

কর্ম যদি অপরের ক্ষতিসাধন করে, তাহলে তা নীতিগতভাবে মন্দ কর্ম, অনুচিত কর্ম। **আত্মহননকারী ব্যক্তি আত্মহত্যা ক'রে তার পরিবারের, আত্মীয় পরিজনের ক্ষতিসাধন করে, তাই আত্মহত্যা নৈতিক দিক থেকে অন্যায় কর্ম।** আমি আত্মহত্যা করলে তার প্রত্যক্ষ ফল কেবল 'আমার অবলুপ্তি' হলেও, আমার পরিবারকে, আমার নিকট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকেও তার পরিণাম ভোগ করতে হয়। আমার উপার্জন থেকে আমার পরিবার বঞ্চিত হয়, পিতৃহীন হয়ে আমার পুত্র কন্যা অবহেলিত হয়, আমার বন্ধুবর্গ আমার সঙ্গ-সুখ থেকে বঞ্চিত হয়। উপযোগবাদের দিক থেকে তাই আত্মহত্যা নীতিগতভাবে অনুচিতকর্ম, কেননা তা সুখের পরিমাণ অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

সক্রেটিস আত্মহত্যাকে নৈতিক দিক থেকে সমর্থন করেননি। আত্মহত্যায় মানুষের সংগ্রামী মনোভাবের পরিবর্তে পলায়নী মনোভাব প্রকাশ পায়। **জীবনকে নিঃশেষে উপভোগ করতে হলে ভোগসুখের সঙ্গে ভোগান্তিরও সম্মুখীন হতে হবে।** সত্যনিষ্ঠ জীবন কাপুরুষের জীবন নয়, সাহসী বীরের জীবন। সক্রেটিস আরও বলেন যে, নিজেকে হত্যা করে কোন ব্যক্তি তার লজ্জা ও অপযশ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না, বরং তাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আত্মহত্যা, আত্ম হননকারীকে লজ্জা ও অপযশ থেকে অব্যাহতি দিতে পারলে দুর্জনের কাছে তা হবে আশীর্বাদস্বরূপ। ঋণ পরিশোধ না করার অথবা নারী-ধর্ষণের লজ্জা ও অপযশ আত্মহত্যার দ্বারা লাঘব করা সম্ভব হলে অনেক দুবৃত্ত ঐ সব অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহিত হবে। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাই আত্মহত্যাকে কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না।

কান্টের (Kant) মতে, আত্মহত্যা নৈতিক অপরাধ। কান্টের 'নিঃশর্ত অনুজ্ঞা'-নিয়ম (Categorical imperative) অনুসারে, **'প্রত্যেক বিচারশীল ব্যক্তিকে সর্বদা লক্ষ্যরূপে ব্যবহার করতে হবে, কখনও লক্ষ্য সিদ্ধির উপায়রূপে নয়।'** আত্মহত্যা এই নিঃশর্ত অনুজ্ঞা-নিয়মটিকে অমান্য করে, তাই তা অন্যায়, অপরাধ। মানুষ নিজেই নিজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। **আত্মহত্যা অনুচিত কাজ, কেননা সেক্ষেত্রে হত্যাকারী তার জীবনকে লক্ষ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করার পরিবর্তে লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়রূপে গ্রহণ করে**—হত্যাকারী মনে করে যে, আত্মহননের দ্বারা(উপায়) সে তার পরাভূত ও বিপর্যস্ত জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবে। এখানে দুঃখমুক্তি হল লক্ষ্য এবং আত্মহত্যা ঐ লক্ষ্যলাভের উপায়। কিন্তু জীবন নিজেই নিজের লক্ষ্য, জীবন অন্য কোন কাম্যবস্তু লাভের উপায় হতে পারে না। জীবনকে কোন প্রাপ্তির উপায়রূপে গণ্য না করে কেবল স্বতঃমূল্যবান লক্ষ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করে বেঁচে থাকাটাই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্যকর্ম, উচিতকর্ম। আত্মহত্যা তাই নৈতিক অপরাধ।

সক্রেটিস ও কান্টের যুক্তিকে সমর্থন জানিয়েও বলতে হয় যে, ক্ষেত্র-বিশেষ আত্মহত্যা নীতিগতভাবে অন্যায় নয়। মানুষের জীবনে পরমকাম্য হল সুখলাভ এবং দুঃখমুক্তি। সুখলাভের যখন কোন আশাই থাকে না এবং দুর্বিষহ দুঃখ যখন জীবনে একমাত্র প্রাপ্তি হয়, এমন ক্ষেত্রে দুঃখ-মুক্তির অধিকারকে অর্থাৎ আত্মহত্যাকে অন্যায় বলা চলে না।

আত্মহত্যার সপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of suicide)

আত্মহত্যার সমর্থকগণ বিরুদ্ধবাদীদের উপরোক্ত যুক্তিগুলি অগ্রাহ্য করেন না। আত্মহত্যার সমর্থকগণও বলেন যে, **সাধারণভাবে,** জৈবিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে আত্মহত্যা

Scanned by CamScanner

অন্যায়, অপরাধ। অবশ্য এঁরা আত্মহত্যা প্রসঙ্গে ধর্মীয় যুক্তিটিকে তেমন জোরালো বলেন না, কেননা ঈশ্বর আছেন অথবা নেই, যদি থাকেনও তাহলে তিনি সৃষ্টিলগ্নে মানুষকে গড়েছেন কি-না, ইত্যাদি প্রশ্ন ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। হিউম আবার ধর্মীয় যুক্তিটিকে গুরুত্বপূর্ণ না বলে ধর্ম-বিশ্বাসীদের ঐ যুক্তিটির মধ্যে অসংগতি নির্দেশ করেছেন। আত্মহত্যার সমর্থকদের অভিমত হল,—সমাজবদ্ধ জীবনে প্রাসঙ্গিক বিষয় হল, **সামাজিক দায়বদ্ধতা** এবং নৈতিকতা। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে এই দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলে আত্মহত্যাকে কখনই সমর্থন করা যায় না। আত্মহত্যার সমর্থকরাও তাই এই দুটি যুক্তি দর্শিয়ে **সাধারণভাবে** আত্মহত্যাকে অন্যায় ও অপরাধ বলেন।

তবে, **সাধারণভাবে আত্মহত্যা অন্যায় ও অপরাধ হলেও ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহত্যা ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানে উচিতকর্মরূপে বিবেচিত হতে পারে—এটাই হল আত্মহত্যার সমর্থকদের সার বক্তব্য।** ব্যক্তির যেখানে তার পরিবার তথা সমাজকে দেবার মতো কিছুই থাকে না, ব্যক্তির মৃত্যুতে সমাজ যেখানে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কেবল সেখানেই ঐ ব্যক্তির আত্মহনন সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে উচিতকর্ম। যেমন, অনারোগ্য এবং নিদারুণ যন্ত্রণাময় ব্যাধিতে দীর্ঘদিন ধরে যে ব্যক্তি দুর্বিষহ জীবনকে বহন করে চলেছে, স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে কিছু দেবার মতো যার কোন সামর্থ্য নেই, কর্তব্যক্লান্ত নিকট পরিজন যার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক—এমন অবস্থায় অপরের করুণা-ভিক্ষা না করে এবং ঐ অসহ রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য কেউ যদি আত্মহত্যা করে, তাহলে তাকে কি সামাজিক অপরাধ এবং নীতিগতভাবে অনুচিতকর্ম বলা হবে ? কোন বিবেকবান মানুষ এমন বিশেষ ক্ষেত্রের আত্মহত্যাকে অপরাধরূপে অথবা অনুচিতকর্মরূপে গণ্য করতে পারেন না এবং আমাদের ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানও এমন ক্ষেত্রের আত্মহত্যাকে সমর্থন করে। **এজাতীয় 'বিশেষ ক্ষেত্রে' এটাই বলতে হয় যে, ব্যক্তির যেমন 'বাঁচার অধিকার' আছে তেমনি তার 'মরার অধিকার'ও আছে।**

মুক্তধী অভিজ্ঞতাবাদী **দার্শনিক ডেভিড হিউম** (David Hume) **এমন বিশেষ ক্ষেত্রেই আত্মহত্যাকে উচিতকর্ম বলেছেন।** Of suicide নামক নিবন্ধে হিউম বলেছেন, 'কোন মানুষ, জীবনে যে একান্তভাবে ক্লান্ত ও বীতশ্রদ্ধ, ব্যথা এবং বেদনায় যে জর্জরিত, সাহসপূর্বক সে যদি স্বাভাবিক মৃত্যুভয়কে জয় করে ঐ দুর্বিষহ জীবনকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ আত্মহত্যা করে তাহলে সেটাই হবে যুক্তিসিদ্ধ ও সঙ্গত।'[১]

হিউম আরও বলেন যে, ঈশ্বরবাদীদের ধর্ম-ভিত্তিক যুক্তিটিকে সমর্থন করেও আত্মহত্যাকে উচিতকর্ম বলা যেতে পারে। ঈশ্বর যদি মানুষের জীবনের সর্বময় কর্তা হন তাহলে মানুষের 'মরার প্রচেষ্টা' যেমন অপরাধরূপে গ্রাহ্য হবে তেমনি তার 'বাঁচার প্রচেষ্টা'কেও অপরাধরূপে গণ্য করতে হবে, কেননা উভয়ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়াসটি ঈশ্বরের ইচ্ছা-বিরোধী। প্রসঙ্গত হিউম বলেন,[২] 'উঁচু পাহাড় থেকে কখনো একটা বড় পাথরের টুকরো আমার মাথার দিকে গড়িয়ে এলে আমি তৎক্ষণাৎ আমার মাথাটিকে সরিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করি।'—এখানে জড়জগতের নিয়ম অনুসারে সর্বক্ষম ঈশ্বর আমার যে পরমায়ু নির্ধারিত করেছিলেন (পাহাড় থেকে গড়ানো

১. Of Suicide. David Hume, in Applied Ethics. Ed. by P. Singer. P. 22.
২. Ibid. P. 23.

Scanned by CamScanner

পাথর আমার মাথায় পড়বে এবং ঐভাবে আমার মৃত্যু হবে) তাকে অমান্য ক'রে (অর্থাৎ আত্মরক্ষা ক'রে) আমি অপরাধ করি। আত্মহত্যার মতো আত্মরক্ষাকেও তাই, ধর্মীয় যুক্তির অনুসরণ ক'রে, অপরাধরূপে গণ্য করতে হয়। কিন্তু আত্মরক্ষাকে আমরা অপরাধ বলি না। কাজেই, হিউমের সিদ্ধান্ত হল—ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহত্যাও অপরাধ অথবা অন্যায় নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টি-পরিকল্পনায় নীল নদের যে প্রবাহিনীখাত, মানুষ যদি তার সুবিধার্থে (মরু-অঞ্চলকে শস্য-শ্যামলা করার জন্য) নীল নদকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে তাহলে তাকে আমরা অন্যায় বলতে পারিনা। ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও যদি মানুষের ঐ কর্মকে অন্যায় ও অনুচিত বলা না হয় তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে হৃৎপিণ্ড ছুরিকা বিদ্ধ করে রক্তধমনীর রক্তকে ভিন্ন পথে চালিত করলে অর্থাৎ রক্তপাত ঘটিয়ে আত্মহত্যা করলে তাকেও অন্যায় ও অনুচিতকর্ম বলা সঙ্গত হবে না। হিউম এবং তাঁর অনুগামীদের সার কথা হল, **সাধারণভাবে আত্মহত্যা অনুচিতকর্ম হলেও ক্ষেত্রবিশেষে তা উচিতকর্মরূপে বিবেচিত হতে পারে।**

Scanned by CamScanner